# ক নিয়ে আরো কথা

- প্রমিত মাহমুদা

পৌষ মাস আসন্ন। তবে পৌষের আগেই ক প্রকাশকের এখন *পৌষ মাস* বলে অনেকে মন্তব্য করছেন। প্রকাশনা জগতে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, কোনো বই নিষিদ্ধ হলে সেই বইয়ের প্রকাশকের হয় পোয়াবারো। বইটির প্রতি পাঠকের সৃষ্টি হয় বিপুল আগ্রহ। বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে প্রশাসনের হাত পৌছাতে পৌছাতে বইটি পৌছে যায় বহুজনের হাতে। এরপর আড়ালে–আবডালে বইটির বিক্রি থাকে অব্যাহত। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি চিরাচরিত আকর্ষণই এর প্রধান কারণ। তাই কোনো বই নিষিদ্ধ হলে খুব কম ক্ষেত্রেই প্রকাশকের ক্ষতি হয়। অন্যদিকে এক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন লেখক। লেখককে খুব অল্প সংখ্যক বই বিক্রি হওয়ার বা বেশির ভাগ বই বাজেয়াফত করে নিয়ে যাওয়ার কিংবা সব বই লুকিয়ে ফেলায় বিক্রি বন্ধ হয়ে থাকার কথা বলা হয়। এভাবে লেখককে তার বই বিক্রির রয়্যালটি (Royalty) থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে লেখক হন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অবশ্য পুরো বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে লেখক এবং প্রকাশকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বা বোঝা–পড়ার ওপর নির্ভর করে।

এই লেখা পর্যন্ত ক–এর বিক্রির ওপর আদালতের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপের নির্দেশ স্থগিত করতে প্রকাশকের আবেদন করার খবর পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ক–এ চিত্রিত এ দেশের আর অন্য কোনো লেখক এখন পর্যন্ত মানহানির মামলা করেননি বা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। শোনা যায়, এতে যিনি মামলা করেছেন তিনি বেশ দুঃখ পেয়েছেন। এও শোনা যায়, ক–র লেখক এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ মিছিল–মিটিং না হওয়ায় তার মনঃকষ্ট আরো বেড়েছে। তার এই দুঃখ–কষ্টের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ১৬ নভেম্বর **জনকণ্ঠে** প্রকাশিত তার একটি লেখায়। ***আমি কলমের স্বাধীনতার কথা বলছি*** শিরোনামে সৈয়দ শামসুল হকের এই লেখার পরতে পরতে স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়। লেখাটির প্রথম কয়েকটি লাইন হচ্ছে –

*আমি লেখক। আমি লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। লেখকের কলম। আমি কলমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। তরবারির চেয়ে শক্তিশালী কলম। তরবারির চেয়ে লক্ষ গুণে ধারালও বটে কলম, এ কথাটায় বিশ্বাস করি।*

**প্রশ্ন হচ্ছে,** সৈয়দ শামসুল হক যদি লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে কেন একটি বইতে তার যৌন আচরণ সম্পর্কে মিথ্যা কথা লেখার দাবি করে সেই বইটি নিষিদ্ধ করতে উদ্যোগ নেবেন? এটা শুধু লেখকের স্বাধীনতাতেই নয়, পাঠকের অধিকার এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল। পাঠক কোন বই পড়বেন আর কোন বই পড়বেন না সেটা একজন পাঠকই ঠিক করবেন। তাই লেখক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই সৈয়দ শামসুল হক কর্তৃক ক বই নিষিদ্ধ করতে আদালতের প্রতি আবেদন জানানোর বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না। একজন লেখক আরেকজন লেখকের বই নিষিদ্ধের দাবি জানাতে পারেন এমনটা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকছে। কোনো বইয়ের কোনো অংশে কারো সম্পর্কে মিথ্যা কথা লেখা হয়ে থাকলে এবং এর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ থেকে থাকলে এর প্রতিবাদ হওয়াটাই স্বাভাবিক, মামলাও করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হক শুধু মানহানির মামলাই করেননি, বইটি নিষিদ্ধ করতেও আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। অনেকে মনে করেন, ক থেকে যেমন সৈয়দ শামসুল হকের চরিত্রের লাম্পট্যের দিকটি সম্পর্কে জানা যায় তেমনি নিজে লেখক হয়েও একটি বই নিষিদ্ধ করার কথা বলায় সৈয়দ শামসুল হকের লেখক চরিত্রের ভণ্ডামির দিকটির প্রকাশ হলো। একেই বলে **নিজের পায়ে কুড়াল মারা।**

*কলমের স্বাধীনতা*–র কথা বলতে গিয়ে সৈয়দ শামসুল হক মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র, সংবিধান, ধর্ম নিরপেক্ষতা, মানবতা, সততা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, দেশপ্রেম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মৌলবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলতা, লোভ, লালসা, অজাচার, স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচারসহ নানান বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। লেখাটি পড়ে সৈয়দ শামসুল হকের কাছে অনেক পাঠক সবিনয়ে দুই একটি প্রশ্ন করতে পারেন – আপনি তো মনে করেন লেখকের কলম তরবারির চেয়ে লক্ষগুণে ধারালো। তবে ***এক.*** একনায়ক আইয়ুব খানকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন কি না? ***দুই.*** মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার কলম নীরব ছিল কেন? ***তিন.*** পচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর আপনি মুজিব

সরকারের কুৎসা করে উপন্যাস লিখে পরে তা গোপন করেছিলেন কি না? ***চার.*** স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে আপনার শক্তিশালী কলম থেকে কোনো ধারালো লেখা বের হয়নি কেন?

পাঠক এসব প্রশ্নের উত্তর না পেলে সৈয়দ শামসুল হকের চরিত্রের ***যখন যেমন তখন তেমন*** দিকটির প্রবণতাই শক্তিশালী বলে ধরে নেবেন।

আলোচনা–সমালোচনা এবং মামলা ছাড়িয়ে ক এখন হামলারও শিকার হচ্ছে। ১৫ নভেম্বর দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ***তসলিমার বইয়ের বাধাইখানায় হামলা*** শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়, গত ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে দশ বারোজনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী পুরনো ঢাকার পাচভাই ঘাট লেন, পাতলাখান লেন ও শ্রীশদাস লেনের তিনটি বাধাই কারখানায় একের পর এক হামলা চালায়। বাধাইয়ের সঙ্গে জড়িত একটি ছেলেকে ভয় দেখিয়ে তার সহায়তায় সন্ত্রাসীরা এসব বাধাই কারখানা খুজে বের করে। ক্ষুর, চাপাতি প্রভৃতি হালকা অস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসীরা বাধাই কারখানাগুলোতে হামলা চালিয়ে কর্মচারীদের জিম্মি করে ফেলে। সন্ত্রাসীরা বাধাইখানার কর্মচারীদের ভবিষ্যতে আর এ বই বাধাই করবে না মর্মে অঙ্গীকার করায়। এরপর বাধাই কারখানাগুলো থেকে পাচ শতাধিক বাধাইকৃত বই এবং ততোধিক অবাধাইকৃত বইয়ের ছাপা ফর্মা লুট করে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। এরপর তারা বাংলাবাজার *চারদিক প্রকাশনী*–র বিক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে চাদা দাবি করে। কিন্তু এ সময় দোকানে চারদিক প্রকাশনীর কর্ণধার মেজবাহউদ্দিন ছিলেন না। সন্ত্রাসীরা দোকানের কর্মচারীকে এ বই আর বিক্রি না করার জন্য ভয়–ভীতি দেখিয়ে চলে যায়। সন্ত্রাসীরা সকলেই স্থানীয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। তসলিমার বইতে যে সব লোকের ব্যাপারে আপত্তিকর কথা লেখা হয়েছে তাদের কারো ইন্ধনে সন্ত্রাসীরা এ কর্মকাণ্ড ঘটাতে পারে বলে তারা মনে করছেন।

**উল্লেখ্য, বর্তমানে ঢাকার গুলশানে সৈয়দ শামসুল হক বাস করলেও তার আদি বাড়ি পুরনো ঢাকায় যেখানে এখন তার এক সহোদর বসবাস করেন।**

সম্ভবত এরা আর কলমের শক্তির ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না। তাই পেশিশক্তির প্রয়োগকে শ্রেয় মনে করছেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ক–র বিক্রি ২০ হাজার কপি ছাড়িয়ে গেছে। পাশাপাশি বইটির পাইরেট কপিও বিক্রি হয়েছে প্রচুর।

একই অবস্থা বিরাজ করছে **পশ্চিমবঙ্গে।** সেখানে ইতিমধ্যে ***দ্বিখণ্ডিত*** নিষিদ্ধ হয়েছে। এ বিষয়ে ১৯ নভেম্বর জনকণ্ঠের রিপোর্টে লেখা হয়েছে, কলকাতাতেও মামলায় ক্ষতবিক্ষত তসলিমা নাসরিন। কলকাতার হাই কোর্টে তসলিমার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছেন কবি **হাসমত জালাল** । **১১ কোটি** টাকার মানহানির মামলা (ঢাকায় সৈয়দ শামসুল হক করেছেন **১০ কোটি** টাকার মানহানির মামলা) গৃহীত হয় আদালতে। *দ্বিখণ্ডিত* বইটি নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রকাশককে নোটিশ জারি করে বলা হয়েছে, বাজারে যতো বই পরিবেশন করা হয়েছে তুলে নিতে হবে। *দ্বিখণ্ডিত*–এ জালালের সঙ্গে তসলিমার অশোভন সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। **হাসমত জালাল** সে কথা অস্বীকার করে আদালতে বলেছেন, *তসলিমা লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবীদের ভাবমূর্তি ভাঙার খেলায় মেতেছেন। তাকে উচিত শিক্ষা দেয়া দরকার।* ঢাকায় ক নামে যে গ্রন্থটি বেরিয়েছে সেটিই কিছু সংযোজন করে দ্বিখণ্ডিত নামে কলকাতায় মুদ্রিত করছে। জালালের বড় ভাই **সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ** জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, *তসলিমা এসব কি শুরু করেছে। সব কিছুর একটা সীমা আছে। শরীরী সম্পর্কের ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে কলংকিত করছে কলম। এর চেয়ে কুৎসিত লেখা হয় না। আমেরিকার অপসংস্কৃতিকে ছাড়িয়ে গেছে তার লেখা।* **তসলিমা নাসরিন** বলেছেন, *আদালতে যা বলার বলবো। আমি যা করেছি অন্যায় নয়। আমার জীবন কাহিনী লিখছি। আত্মজীবনী লেখা কি অন্যায়?*

এ বিষয়ে **আজকের কাগজ** –এর রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজনের মন্তব্য পাওয়া যায়। লেখক **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়** বলেছেন যে, তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক ছিল না। তাই তিনি ভীত নন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশের প্রকাশক ক থেকে যে অংশটুকু বাদ দিয়েছে সেই অংশটুকুসহ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিখণ্ডিত প্রকাশিত হয়েছে। এ অংশটুকু ইসলামের জন্য অবমাননাকর এবং তা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে পারে।

যৌন সম্পর্কের বিষয়টি বাদ দিয়ে সুনীলের বক্তব্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গির হুবহু মিল পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কমিশনার **সুজয় চক্রবর্তী** বলেছেন, *দ্বিখণ্ডিত* সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে

পারে। কারণ এতে ইসলাম বিরোধী বহু মন্তব্য রয়েছে। তসলিমার *দ্বিখণ্ডিত* গত ৪ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত হয় এবং এ পর্যন্ত প্রায় দুই সহস্রাধিক কপি বিক্রি হয়েছে। দ্বিখণ্ডিত নিষিদ্ধ হওয়ায় অবশ্য প্রকাশকরা মোটেও খুশি নন। তসলিমার *আমার মেয়েবেলা* এবং *উতল হাওয়া* বই দুটির প্রকাশনা সংস্থা *পিপলস বুক হাউস*–এর মালিক **শিবানী মুখার্জি** বলেছেন, বইটিতে আসলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কোনো ইসু নয়। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেই ছাড় দিতে পারে। তাছাড়া বাজারে এ মুহূর্তে এর চাহিদা ব্যাপক। আদালতের নির্দেশের কারণে নতুন করে বইটি ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্য পুলিশের এ ভূমিকার সমালোচনা করেছেন অনেক লেখকও। ঔপন্যাসিক এবং কবি **নবণীতা দেব সেন** বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে বই নিষিদ্ধ হওয়ার কথাটা ভাবাই যায় না। এটা অবিশ্বাস্য।

তসলিমা নাসরিন *ক*–তে সাহিত্য–সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত অনেকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের দাবি ছাড়াও প্রায় অপরিচিত দুজন যুবকের কথা জানা যায়। বইতে আছে, ওই দুজন যুবকের সঙ্গেও তসলিমা নাসরিনের বিয়ে বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক ছিল। এদের একজন ওপার বাংলার জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভাই, তরুণ কবি **সৈয়দ হাসমত জালাল** এবং অন্যজন **গাজীপুরের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কায়সার**। কায়সার প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, *আমিই তাকে ভোগ করি। যখন ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে।* **ওপার বাংলার তরুণ কবি সৈয়দ হাসমত জালাল সম্পর্কে তসলিমা নাসরিন লিখেছেন,** *কলকাতায় জালালের সঙ্গেও তিনটে রাত কেটেছে বিচিত্র সম্ভোগে। এক সন্ধ্যে বেলায় এসে জীবনের গল্প বলেছিল সে। সারারাত তার গল্প শুনেছি। কি করে তার প্রেম হয়েছিল, বিয়ে হয়েছিল, কি করে সেই বিয়ে ভেঙেছে, কি করে একাকিত্ব তাকে নাশ করে দিচ্ছে – মদ্যপান করতে করতে কথা বলছিল সে। ভোর হওয়ার আগে আগে মদ্যপান শেষ হলে হঠাৎ আমাকেই আমূল পান করতে শুরু করে।* হাসমত জালাল প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিন **আনন্দবাজার** –এর কৌশল ও সেখানে মুসলিম লেখকদের ক্ষোভ–হতাশার বিষয়টির ওপরেও কিছুটা আলোকপাত করেছেন। লিখেছেন, *জালাল মুসলমান ছেলে, মুসলমান ধর্মে নয়, নামে মুসলমান। নামের কারণে কি করে ভুগতে হয় জালালকে, তার দাদাকে, তার আত্মীয়স্বজনকে তার করুণ কাহিনী সে বর্ণনা করে। তার দাদা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ বড় লেখক, কিন্তু তাকে যেমন করে ওপরে ওঠানো হয়েছিল, তেমন করেই নাকি ভুতলে ফেলেও দেয়া হয়েছে। যে কোন একজন মুসলমান লেখক হলেই চলে আনন্দবাজারের, তাই মুস্তফা সিরাজকে বাদ দিয়ে আবুল বাশারকে নিয়ে চলছে হৈচৈ।... ক'দিন পর বাশারকে পছন্দ না হলে তাকে বসিয়ে দেয়া হবে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে কোন নক্ষত্র জ্বলজ্বল করবে, আলো নিভিয়ে দিয়ে কোন নক্ষত্রকে চুপসে ফেলা হবে তা নির্ধারণ করার মালিক হচ্ছে দেশ আর আনন্দবাজার গোষ্ঠী।... কিডস স্ট্রিটের বাড়িটির বারান্দায় বসে অন্ধকার কলকাতার দিকে কালো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি। ভোর হলেই কলকাতা আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠবে। কলকাতা এত সুন্দর। এত আন্তরিকতা মানুষের, এত প্রাণের ছোয়া চারদিকে, এত ভালবাসি কলকাতাকে, কিন্তু একটি তথ্য শুনে আমার মন খারাপ হয়ে যায় যে – এ শহরে হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি বাড়িতে বাস করে না। বেশিরভাগ মুসলমানই একটি নির্দিষ্ট এলাকায় থাকে। বাড়িওয়ালা হিন্দু হলে কোন মুসলমানকে বাড়ি ভাড়া দেয় না।* ***বাংলাদেশে*** *এ রকম কোন নিয়ম নেই। হিন্দু মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদা এলাকা নেই। যে কারও অধিকার আছে যে কোন এলাকায় বাস করার। বড় বড় দালান উঠছে ঢাকা শহরে। দোতলায় হিন্দু, তিনতলায় মুসলমান, চারতলায় বৌদ্ধ, পাচ তলায় খৃস্টান বাস করছে। বাংলাদেশের যে কোন হিন্দুর কাছে মুসলমানের ধর্মানুষ্ঠান, রীতিনীতি কিছুই অপরিচিত নয়। মুসলমানের কাছে হিন্দুর বারো মাসে তেরো পূজোর কিছুই অজ্ঞাত নয়। অজ্ঞাত নয়, কারণ তারা একজন আরেকজনের প্রতিবেশী। কলকাতার মুসলমানরা হিন্দুর পরব অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান রাখলেও হিন্দুরা জানে না মুসলমানের সব আচার অনুষ্ঠানাদির খবর।*

*ক*–তে হাসমত জালালের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিন আরো লিখেছেন, *... আমি না বলি না। না বলি না এই কারণে যে, আমি না বলতে পারি না তা নয়, না বলার কোন প্রয়োজন মনে করি না, তাই বলি না। জালাল আমার প্রেমে পড়েনি, সে তখন প্রেম করছিল* ***চিত্রা লাহিড়ী*** *নামের এক উঠতি কবির সঙ্গে। শরীর তো হলো, কিন্তু শরীরই শেষ কথা নয়। বাশির সঙ্গে প্রেম না হলে বাশি দীর্ঘদিন বাজে না। আমার আনন্দ পুরস্কার পাওয়ার খবরে জালাল খুশি হয়েছিল, কিন্তু খুশিটি কি তেমন খুশি ছিল! একটি চিকন ঈর্ষা দেখেছি তার চোখের*

*তারায়। পুরস্কার অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে বলেছিল, আমি নাকি 'যৌন' শব্দটি খুব বেশি ব্যবহার করেছি। অবশ্য বলেছে, এটি তার নিজের মন্তব্য নয়, অনুষ্ঠানে তার পাশের চেয়ারে বসা একটি লোকের মন্তব্য। কিন্তু জালাল কেন এটি শোনাতে গেল আমাকে! তার নিজেরও হয়তো তাই মনে হয়েছে। জালাল যৌনতা গোপন করে রাতের জন্য রেখে দিতে চায়, যৌনতার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও মেয়ের একলা ঘরে গিয়ে নিজের করুণ গল্প শুনিয়ে মেয়েকে কাতর করে মেয়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে নিজের যৌন ক্ষুধা মেটাতে চায়। কিন্তু দিনের আলো ফুটলে জনসমক্ষে যৌনতার কোনও প্রসঙ্গ সে প্রসঙ্গ শ্লীল হলেও জিভে আনা তার কাছে অশ্লীলতা। মুসলমান ঘটিদের ঢাকায় বেড়ানোর খুব শখ। জালাল ঢাকায় বেড়াতে এসে আমার বাড়িতে উঠেছে।...*

এখানে উল্লেখ্য যে, **পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান। তবে এর আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তসলিমা নাসরিনের যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো বাংলাদেশে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে নিষিদ্ধ হলেও পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়নি। এ থেকেই এখন হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গে তসলিমা নাসরিনের বই নিষিদ্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ সহজেই অনুধাবন করা যায়।** দ্বিখণ্ডিত–তে পশ্চিমবঙ্গের লেখককুলের মহারথী কারো সঙ্গে তসলিমা নাসরিনের যৌন সম্পর্কের কথা না থাকলেও এ নিয়ে বিস্তারিত তসলিমা নাসরিনের **পরবর্তী আত্মজীবনীতে** থাকবে বলে খবর পাওয়া গেছে। এটাই দ্বিখণ্ডিত নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ। অর্থাৎ এ জাতীয় পরবর্তী বইটি নিষিদ্ধ করার আগাম ক্ষেত্র তৈরি করে রাখা হলো। বিষয়টি কোনো অসুখের প্রতিষেধক নেয়ার মতো। এ পূর্বপ্রস্তুতি পশ্চিমবঙ্গে খুব জোরেশোরেই শুরু হয়েছে। সেখানকারও লেখক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একযোগে তসলিমা নাসরিনের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে চলেছেন। এর ফলে তারা বাংলাদেশের লেখকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত মজবুত নিরাপত্তা বর্ম তৈরি করতে সক্ষম হলেন বলে তাদেরই কেউ কেউ মনে করছেন। যদিও তাদের সেই *আষাঢ়ে আশা–য় গুড়ে বালি*। কারণ তাদের এই তৎপরতার উদ্দেশ্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই লেখক ভাবমূর্তির দোহাই দিয়ে তাদের অনেকের নীতিবাক্য কপচানোর দিন গত হলো। **সমরেশ মজুমদারের** দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন একজন বেশ্যার চেয়েও অধম। ঢাকায় এবং কলকাতায় তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে সমরেশ মজুমদারদের অলিখিত কীর্তিকলাপগুলো এখন লিখিত হচ্ছে এবং সেটাই বই আকারে সামনে বেরোনোর দুশ্চিন্তায় সম্ভবত তারা কখনো কখনো তাদের কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। **চোরের মার বড় গলা** আর কি! তা না হলে তারাই প্রকারন্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, বেশ্যার সঙ্গে তারা যে আচরণ করেন একই আচরণ করা হয়েছে তসলিমার সঙ্গে। কেননা এ ধরনের সম্পর্কের কথা বেশ্যারা প্রকাশ করে না বলে তাদের যে ধারণা ছিল তা হয়তো সঠিক। তসলিমা নাসরিন যে তাদের মতো না হলেও একটু–আধটু লিখতে পারেন সেটি সম্ভবত তারা মাঝে মধ্যে ভুলে যান। বেশ্যালয়ে হোক আর তথাকথিত ভদ্র সমাজে হোক, কোথাও অনৈতিক কিংবা গোপন সম্পর্কের সময় ঘনিষ্ঠ মেলামেশার উত্তেজনায় অনেক কিছুর বিস্মৃতি ঘটে। তাদের এ ধরনের বিস্মৃতি সাময়িক কি না সেটা সময়ই বলে দেবে।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের কীর্তিকলাপ নিয়ে তসলিমা নাসরিনের বই না বের হতেই সুনীল–সমরেশদের এ নিয়ে বক্তৃতা–বিবৃতি **ঠাকুর ঘরে কে রে আমি কলা খাই না** প্রবাদটির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

১৫ নভেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে **মোবায়েদুর রহমানের** তসলিমাকে নিয়ে **বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের নির্লজ্জ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড** শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয় – *ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এখন থেকে এক দশক আগে তসলিমা নাসরিনকে যারা দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন, তাকে নারীবাদের 'বীরাঙ্গনা' সাজিয়েছিলেন, আজ তারাই এই মহিলাকে বারাঙ্গনা বানিয়ে ছেড়েছেন। তসলিমাকে 'আনন্দ পুরস্কার' দিয়ে যারা তাকে সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো খ্যাতির শিখরে উঠিয়েছিলেন সেই আনন্দবাজারি রাঘব–বোয়ালরাই তার পিছন থেকে মই টেনে নিয়েছেন। ফলে তসলিমা এখন পপাতধরণীতল। এদিকে বাংলাদেশেও যারা বাশ দিয়ে তাকে উঠিয়েছিলেন তারাও বাশ সরিয়ে নিয়েছেন। গাছে তুলে দিয়ে মই সরিয়ে নেয়া হচ্ছে কেন? কারণ তসলিমা নাসরিন হাটে হাড়ি ভেঙেছেন। হাড়ি ভাঙলে দেখা গেল, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের অনেক রথি মহারথির পূতিগন্ধ বেরিয়ে আসছে। পত্রিকান্তরের খবর বেরিয়েছিল যে, কলকাতায় অবস্থানকালে তসলিমা যাদের সঙ্গে মাখামাখি করেছেন সেই সব মাখামাখির কেচ্ছাকাহিনীও তসলিমার পরবর্তী আত্মজীবনীতে আসছে।*

*ব্যস, আর যায় কোথায়! তসলিমা নমস্য কথাশিল্পী পশ্চিমবঙ্গের সমরেশ মজুমদার তসলিমাকে বিখ্যাত পতিতালয় সোনাগাছির মশহুর দেহপসারিণী* ***নন্দরানী*** *রও নিচে স্থান দিয়েছেন। সমরেশ মজুমদার বলেছেন 'প্রায় ৯০ বছর আগে কলকাতার সোনাগাছিতে একজন খ্যাতনামা বেশ্যা থাকতেন। তার নাম ছিল নন্দরানী। কলকাতার প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তির যাতায়াত ছিল তার কাছে, অবশ্যই খরিদ্দার হিসেবে। তিনি (নন্দরানী) যদি এদেরকে নিয়ে উপন্যাস রচনার কথা ভাবতেন তাহলে তিনি তা অনেকদিন আগেই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে সমাজে চুপচাপ থাকার ভদ্রতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু হায়, তসলিমা নাসরিন নন্দরানীর সেই আত্মসম্মান বোধেরও অংশীদার হতে পারেননি।' তসলিমা নাসরিনের নৈতিক চরিত্র নিয়ে সমরেশ মজুমদারের যে মূল্যায়ন সে সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব মন্তব্য সংরক্ষিত রাখলাম। কারণ সমরেশ বাবু যদি এখানেই শেষ করতেন তাহলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু এরপর তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ দলীয় রাজনীতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাই এরপরেই সমরেশ বাবু বলছেন, নির্বাচিত কলাম-কে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে বলতে হয় তসলিমা সব সময় নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে দাবি করেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো নিয়ে আওয়ামী লীগপন্থী বুদ্ধিজীবীদের নাম জড়িয়ে লিখে প্রকৃতপক্ষে* ***বিএনপির হাত শক্ত করেছেন।*** *একজন মানুষ যখন নীতি বা লজ্জার তোয়াক্কা না করে নিজেকে বিক্রি করেন, তখন বুঝতে হবে তিনি কোথাও না কোথাও থেকে অর্থ পাচ্ছেন। একজন যৌন বুভুক্ষুর পক্ষেই দ্বিখণ্ডিত-র মতো বই লেখা সম্ভব।' সমরেশ মজুমদার প্রচ্ছন্নভাবে যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি হলো, তসলিমা নাসরিনের লেখায় আওয়ামী লীগপন্থী বুদ্ধিজীবীদেরকে জড়িত করায় বিএনপির হাতকে নাকি শক্তিশালী করা হয়েছে। অন্য কথায়, তিনি যদি বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবীদেরকে জড়িত করে আওয়ামী লীগের হাতকে শক্তিশালী করতেন, তাহলে দোষের কিছু হতো না। সমরেশ মজুমদাররা সাহিত্যিক বা কথাশিল্পী হিসেবে যতোই নামধাম করুন না কেন, রাজনীতির ব্যাপারে তাদের জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। এক দশক আগে তসলিমাকে নিয়ে ওরা খুব লাফালাফি করেছিলেন। সেটির কারণও ছিল রাজনৈতিক। কারণ, সেদিন তসলিমাকে দিয়ে তারা পবিত্র ইসলাম, মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং রাসূলে পাকের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়েছিলেন। সেদিন তারা বাংলাদেশের এই মহিলাকে দিয়ে* ***অখণ্ড ভারতের*** *জয়গান গাইয়েছিলেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সীমান্ত মুছে ফেলে দেয়ার ভয়ংকর রাষ্ট্রদ্রোহী আওয়াজও তার কণ্ঠ দিয়েই নিসৃত করিয়েছিলেন। আজ তসলিমার উচ্চারণ তাদের স্থানীয় দোসরদের বিরুদ্ধে গেছে। তাই তিনি সোনাগাছির নন্দরানীর চেয়েও অধম।*

১০ নভেম্বর **ডেইলি স্টার** -এ **মোহাম্মদ বদরুল আহসান** তার নিয়মিত কলাম CROSS TALK-এ ক বইটির ওপর আলোচনা করেন। **The Taslima's Way** শিরোনামের লেখাটির কিছু অংশ এ রকম -

Taslima Nasreen strikes again, this time with the honor roll of men who, she alleges, had physical relationship with her. In a book, she has revealed the names of her sexual exploits, along with lurid details of her dalliance with them. She claims to have used those men for her pleasure, not the other way around .

**For a change, it's good to know that a woman has laid some men. Womanizing has always been a side of some men. Why cannot manizing be a side of some women?...**

Perhaps the lasting legacy of her book, other than some broken marriages, will be the new trend of bare-all literature. Perhaps she will be remembered as the terminator of taboos, one who cracked a window in the suffocating house where the foul air of hypocrisy lingered too long. **...**

Look at the sunny side, if you will. You can be successful and vulgar, or you can be vulgar and successful. It's the age-old story with a

familiar twist. There is always a woman behind a successful man. Here, we have many men behind a successful woman. That's the Taslima's way. And it works. Take the highway, if you don't like it.

ক–র তীব্র সমালোচনা করে লন্ডন প্রবাসী লেখিকা **মাসুদা ভাট্টি** –র ***তসলিমা নাসরিনের ক : ফুরিয়ে যাওয়ার বেদনাঘন আত্মযৌবনিক কামশাস্ত্র*** শিরোনামের লেখা ২০ নভেম্বর জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়। লেখাটির কিছু অংশ এ রূপ : *ক–তে সৈয়দ হক ও অন্যান্য লেখক–সাংবাদিক–সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব নিয়ে যে সব কথা তসলিমা নাসরিন লিখেছেন তার প্রায় সবটুকুই ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে উদগত। এখানে উদগত শব্দটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। লক্ষণীয় এ কারণে যে, আমরা সাধারণত কান্না বা অশ্রুর ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তসলিমা নাসরিন এই শব্দটিকে তার যৌনতাকে প্রকাশের জন্য গোটা বইটিতে অন্তত আড়াইশ পাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে–ছিটিয়ে দিয়েছেন। দুর্বল চিত্তের যে কেউ বইটি পাঠে ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে উদ্বেল হবেন, বিশেষ করে কলেজ ছাত্রদের কাছে বইটি হতে পারে রাতের ঘুম হরণকারী। আত্মজৈবনিক কোনো গ্রন্থে এ রকম রগরগে ভাষায় ব্যক্তিগত যৌনতার বর্ণনা খুব কম লেখাতেই খুজে পাবেন কেউ। সেদিক দিয়ে তসলিমা নাসরিনের বইটি অবশ্যই অনেকের কাছে অবশ্য পাঠ্য হবে। এর আগেও এমনটি হয়েছে, তার আমার মেয়েবেলা, উতল হাওয়া পাঠে কামশাস্ত্রের চৌষট্টি কলা তিনি শিখিয়েছেন বাঙালি পাঠককে। আমার পরিচিত কোনো ইংরেজ বা ফরাশি লেখক–সাংবাদিক (কিছু কিছু লেখক–সাংবাদিক যারা তসলিমা নাসরিনকে নামে চেনেন) তার বইগুলোর অনুবাদ ভার্শন পড়েছেন বলে জানি না। তাই শুধু বাঙালি পাঠককেই আলোচনায় রাখছি। ক বাংলা ব্যাঞ্জনবর্ণের প্রথম বর্ণ বটে। কিন্তু সেটা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু তসলিমা নাসরিন তার ক দিয়ে হয়তো কামশাস্ত্রকেই বুঝিয়েছেন এবং সেটাও এই সাধারণ্যের জন্যই। আশ্চর্য, কোথায় একজন লেখক ক বর্ণ দিয়ে কলমের শক্তির কথা বলবেন, তা না, তিনি নেমেছেন ক দিয়ে কামশাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে!*

তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে **নিমা হক** নামে আরেকজন লেখিকা ২১ নভেম্বর মানবজমিনে লিখেছেন। লেখাটির কিছু অংশ এরকম : *তসলিমা তার সর্বশেষ বই ক–এ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। তিনি আত্মজীবনীর নামে সমাজের প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন ও আচরণ সম্পর্কে লিখেছেন। কেন? ওই অধিকার তাকে কে দিয়েছে? ওই সব ঘটনা সত্য কি মিথ্যা সেটা বিচার্য নয়। প্রশ্ন হলো স্বাধীনতার। একজন মানুষ বা লেখক বা যে কেউ ততোটুকুই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন যতোটুকু পর্যন্ত না তা আরেকজনকে আঘাত করে বা তার জীবনের চরম ক্ষতি করে। কারণ স্বাধীনতা ভোগের একটা সীমা আছে। তসলিমা সে সীমা লংঘন করেছেন। সাহিত্যের নামে এই ধৃষ্টতার জন্য তার শুধু তিরস্কারই প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য শাস্তিও।*

১৭ নভেম্বর **মানবজমিন** –এ ক বইয়ের প্রসঙ্গে একটি এক্সক্লুসিভ লেখা প্রকাশিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে পাঠানো বনি আমিনের এই লেখার শিরোনাম ***কবির আর্জিতে সামান্য ভুল*** । এতে **বনি আমিন** ক বইয়ের বিষয়বস্তুর তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তসলিমা নাসরিনকে একজন যৌন অতৃপ্ত বিক্ষুব্ধ নারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। **তবে তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের সম্পর্ক নিয়ে তিনি লেখেন, ...***বইটির সবকটি লাইন অসত্য ও কল্পনাপ্রসূত প্রলাপ হলেও প্রখ্যাত কবি ও বাংলা সাহিত্যের বটবৃক্ষ সৈয়দ শামসুল হককে নিয়ে রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম ভ্রমণের কয়েকটি লাইন নির্জলা সত্য। আর এর কিছু অংশের চাক্ষুস সাক্ষী আমি ও আমার স্ত্রী। এক যুগেরও অধিক সময় গড়িয়ে গেছে। তবুও স্মৃতিভ্রম হবে এমন বয়সে আমি পড়িনি। পরিসংখ্যানের ছাত্র হলেও চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির দিনগুলোতে বাংলা সাহিত্যে আমার ক্ষীণ পদচারণা ছিল। আর সে অনুপ্রেরণায় আমি আমার তৎকালীন প্রিয় কবি সৈয়দ শামসুল হকের কিছু কবিতা চোখ বন্ধ করে সুন্দরী সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণে অনর্গল আউড়ে যেতাম।... তাই তাকে স্ব–শরীরে মুখোমুখি দেখার প্রচণ্ড আগ্রহ আমার মনে ছিল। ছাত্র জীবনে না হলেও দীর্ঘদিন পর অপ্রত্যাশিতভাবে আচানক আমি একদিন এ সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যাই। বরাবর দিন তারিখ মনে পড়ছে না। তবুও হাতের আঙুলের কড়ে হিসাব কষে যতোটুকু মনে পড়ে তা থেকে উদ্ভাসিত স্মৃতি আমাকে ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো একটি দিনে রাঙামাটির ডিয়ার পার্ক–এর আশপাশে নিয়ে যায়। আমার বাগদত্তাকে সাথে করে দুই দিনের আনন্দ ভ্রমণে রাঙামাটি গিয়েছিলাম। কাপ্তাই লেকের ওপারে শুভলং–এ*

*নৌবিহারে যেতে অপেক্ষায় ছিলাম। হঠাৎ করে অনতিদূরে দাড়ানো স্বল্প চুলের চেনাচেনা মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোকের দিকে নজর পড়লো। তার গা ঘেষেই দাড়িয়ে ছিল বাসন্তি রঙয়ের শাড়ি পরা, মাঝারি গড়নের নাদুস-নুদুস শরীরের সিকি শতাব্দীর এক শ্যামলা মহিলা। দুজনেই একের কথা এক নিবিষ্ট। পেছন ফেরা মহিলাটির ভারী নিতম্ব ও কাধ অবদি সুবিন্যাস কেশরাশি আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। চোখের পলকে আমি আমার স্বপ্নের কবিকে চিনতে পারি। কিন্তু সাথের জনকে নয়। প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাদের ওই ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতায় আমি বাধা হতে চাইনি। কথা হলো না কবির সাথে।... রাঙামাটি থেকে ফেরার পরদিন বরাবরের মতো দুইজনে নিউ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত বহু পরিচিত লিবার্টি আইসক্রিম পার্লারে সন্ধ্যায় কাছাকাছি বসে দুটো কথা বলবো বলে ঢুকলাম। বাইরে ভ্যাপসা গরম, ফাগুনের উত্তপ্ত হাওয়া থেকে ক্ষণিক নিষ্কৃতি চাইলাম। কাকতালীয়ভাবে গতকাল রাঙামাটিতে দেখা সেই অসম বয়সী যুগলকে লিবার্টির ভেতরে পুনরায় আবিষ্কার করলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দরজা ঠেলে ঢুকতেই আমার প্রিয় কবিকে সরাসরি চোখে পড়লো। পেছন ফিরে বসা ছিল গতকালের সেই মেয়েটি। তবে আজ সে ছিল ভিন্ন পোশাকে সজ্জিত। গায়ে আকাশি নিলাভ রঙের ফুল স্লিভ শার্ট আর পরনে ট্রাডিশনাল ব্লু জিন্স। আমরা দুজনে ঝটপট তাদের গা ঘেষে পেছনের মুখোমুখি দুটি আসন গ্রহণ করলাম। আমি ভেতরে ভেতরে বড়ই উত্তেজিত ও নার্ভাস, আজ বুঝি আমার বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত সেদিন এলো। আমার প্রিয় কবির খুব কাছাকাছি বসার সৌভাগ্য হলো। আমি নিজের আনন্দ উচ্ছ্বাসকে সংবরণ করতে পারিনি। সকল দ্বিধার বাধ ভেঙে আমার বাগদত্তার মুখোমুখি আসন ছেড়ে দুই কদম পেছনে গিয়ে কবিকে শ্রদ্ধা জানাই এবং সরাসরি জানতে চাইলাম তিনি আমার শ্রদ্ধেয় কবি সৈয়দ শামসুল হক কি না। তিনি উদার হাসিতে আমার সম্বোধন ও জিজ্ঞাসায় সম্মতি দিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে আমাকেই উল্টো জিজ্ঞাসা করলেন আমরা সেই যুগল কি না যাদের তিনি গতকাল রাঙামাটির ডিয়ার পার্কের কাছাকাছি লেক পাড়ে দেখেছিলেন। তার নজরদারি ও স্মৃতি ধারণ ক্ষমতায় চমকিত হই। জানতে চাইলাম তিনি আমাদের কিভাবে লক্ষ্য করলেন? আমার ধারণা একজন সেলিব্রেটির বিরল সান্নিধ্য তার একজন ভক্ত যথাসাধ্য জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত ধারণ করে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার উল্টোটা কখনো হয় না। লাখো ভক্ত ও পাঠককে একজন সাহিত্য সেলিব্রেটি কিভাবে লক্ষ্য করবে বা মনে রাখবে!! কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আমার প্রিয় কবি আমাদের চিনতে পারলেন। স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বললেন, 'সুন্দরীদের আমি সহজে ভুলি না, আর ঈর্ষা হয় তার সাথীকে।' বলেই আবার হেসে উঠলেন কবি। লক্ষ্য করলাম সারস পাখির মতো ঘাড় বাড়িয়ে আড়চোখে আমার বাগদত্তাকে দেখছেন। প্রিয় কবির স্তুতিবাক্যে সিক্ত হয়ে ধন্য মনে করলাম। তার বিপরীতে মুখোমুখি বসা সিকি শতাব্দীর মহিলাটির দুই হাত তখন টেবিলের ওপর। আমাদের কথোপকথন তিনি মৃদু হাসিতে উপভোগ করছিলেন। এক হাতে আনমনে পেজা বরফে ভর্তি শীতল ফালুদার গোলাপি গ্লাসটি নাড়ানাড়ি করছিলেন। আমি তার সঙ্গী মহিলাটির দিকে দৃষ্টিপাত করে তার পরিচয় জানতে চাইলাম। কবি পুনরায় হেসে উঠলেন, বললেন, 'তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।' মহিলার দুটো ঠোট নড়ে ওঠার আগেই* ***কবি বললেন, 'ও আমার মা, ওর নাম নাসরিন, একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখিকা ও চিকিৎসক।'*** *আমি বুঝে নিলাম হয়তোবা আমার কবির বড় মেয়ে। বললাম, 'দারুণ তো, এমনটা সচরাচর আমাদের বাঙালি সমাজে দেখাই যায় না। আপনারা বাবা মেয়ে রাজধানীর কোলাহল ছেড়ে আমাদের পাহাড়ি চট্টলায় অবসর যাপনে এসেছেন এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।' ঠিক তখনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও রানুর কণ্ঠে গাওয়া সেই বিখ্যাত গানের পংক্তিটি আমার মনে পড়ে গেল, আয় খুকু আয়, আয়রে আমার কাছে আয় মামণি...। তিনি (সৈয়দ শামসুল হক) এ সপ্তাহে পতিত লেখিকা তসলিমার বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করতে যে বয়ান দিয়েছেন তার কিছু অংশের সৎ সংশোধনী আমি কবির কাছে আশা করছি। তার আর্জিতে কিছুটা ভুল আছে বলে আমি মনে করি। আর বয়সের ভারে কবির স্মৃতি কিছুটা ঝাপসা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন, তসলিমাকে নিয়ে তিনি কখনোই রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম যাননি। এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। আমি ও আমার স্ত্রী এ যুগলের উক্ত স্থানগুলোতে উপস্থিতির জীবন্ত ও চাক্ষুস সাক্ষী। চ্যালেঞ্জের কথা বলে কবিকে খাটো করবো না। তবুও আমি আমার প্রদত্ত ঠিকানা ও ই-মেইলে [LITUBONI@OZEMAIL.COM.AU] যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত আছি।... আমার প্রিয় কবির ধুলো আচ্ছাদিত স্মৃতিতে আমি শুধু ময়ূরের পাখায় আলতো হাওয়া দিয়ে ১৯৮৯-এর*

*ফেব্রুয়ারি মাসের বিশেষ কয়েকটি দিনকে মনে করিয়ে দিতে চাই।* ***এ সামান্য সত্যটুকু স্বীকার করলে কবির কোনো অবমাননা হবে না। বরং তার সৎ সাহসের পরিচয় পেয়ে আমি গর্বিত হবো।*** *সত্য কথনে সৈয়দ শামসুল হকের সুদীর্ঘ ৫ দশকের বাংলা সাহিত্যে অবদান এক নিমেষে ধুলোয় উড়ে যাওয়ার মতো নয়।*

**অপরাধ বিজ্ঞানে** বলা হয়, কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর কোনো না কোনো চিহ্ন বা প্রমাণ অপরাধস্থলে বা তার আশপাশে অপরাধী রেখে যায়। যার সূত্র ধরে অপরাধী দোষ স্বীকার না করলেও তার অপরাধের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ক বইটি এখন আদালতের কাঠগড়ায়। মহামান্য আদালতে বইটির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মীমাংসা হবে।

**প্রসঙ্গত বলতে হয়, দেশের প্রধান কবি বলে পরিচিত যাকে তার প্রেমিকাকে নিয়ে নিভৃতে সময় কাটানোর কথা ক - তে রয়েছে তিনি ঐই প্রতিবেদকের কাছে বলেছেন যে, ক- তে মিথ্যা লেখা হয়নি। তবে তিনি বইটিতে অন্যদের নিয়ে যা লেখা হয়েছে তার সত্যতা সম্পর্কে যাদের নিয়ে লেখা হয়েছে তারাই ভালো বলতে পারবেন বলে মন্তব্য করেন। এপ্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন যে, বইটিকে পর্ণোগ্রাফী এবং স্রেফ চরিত্র হননমূলক বই বলে অনেকের মতের সঙ্গে তিনি একমত নন।**

১৬ নভেম্বর কয়েকটি পত্রিকায় আমেরিকা ভিত্তিক নিউজ এজেন্সি **এনা** পরিবেশিত একটি খবরে দেখা যায় যে, তসলিমা নাসরিন বলেছেন, *আমার সম্পর্কে যখন বাংলাদেশের মানুষের ভুল ধারণা ভাঙবে তখনই* আমি দেশে ফিরে যাবো। তসলিমা নাসরিন আরো বলেন, *আমার জন্মস্থান বাংলাদেশ। সেখানেই আমাকে যেতে হবে। আমার দেশে আমি যেতে চাই। অন্য কোথাও আমি স্বস্তি বোধ করি না।*

তসলিমা নাসরিনের দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা বিষয়ে চার দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা মুফতি **ফজলুল হক আমিনী** –র বক্তব্য ১৮ নভেম্বর আজকের কাগজে প্রকাশিত হয়। যেখানে মুফতি আমিনী বলেছেন, *তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে আমরা যখন কথা বলেছি– তখন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আজকে যাদের সম্পর্কে তসলিমা নাসরিন বই লিখেছেন সবাই তার পক্ষে ছিল। তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে আমরা বলেছি, কারণ সরাসরি সে কোরআনের ওপর আঘাত করেছিল। কোরআনের পরিবর্তন চেয়েছিল। কাজেই এই ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করার জন্য তাকে দেশে আসতে দেয়া যায় না। আজকে তসলিমা নাসরিন তথাকথিত যে সব বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে বলছে, তা মূলত তাদের চরিত্রই জনসম্মুখে তুলে ধরেছে। এমন একটা নষ্ট মেয়েকে কোনও সমাজে স্থান দেয়া উচিত নয়। সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশেষ করে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় তার কোনও স্থান নেই। পাশ্চাত্যের পচনশীল সমাজেই তার থাকা উচিত। তবে প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহতায়ালা তওবার দরজা খোলা রেখেছেন। তওবা করে একজন একশ বছরের কাফেরও মুসলমান হতে পারে।*

গত ২০ নভেম্বর ঢাকায় ইসলামী ঐক্যজোটের এক ইফতার পার্টিতে মুফতি ফজলুল হক আমিনী সাংবাদিকদের জানান যে, তসলিমা নাসরিন উচিত কাজটি করেছেন। কিছু বুদ্ধিজীবীর মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য তিনি **তসলিমা নাসরিনকে ধন্যবাদ দেন।** এই ইফতার পার্টির খবর ২১ নভেম্বর অবজারভার, নিউ এজ ও ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

বোঝাই যাচ্ছে, বিভিন্ন সময়ে ধর্মকে তসলিমা নাসরিন আক্রমণ করে লিখলেও এবারে কথিত প্রগতিবাদীদের আঘাত করায় আনন্দিত হচ্ছেন ইসলামি ভাবধারার মানুষেরা।

গত ১৮ নভেম্বর দৈনিক **মানবজমিনে** তসলিমা নাসরিনের একটি **সাক্ষাৎকার** এবং ১৯ নভেম্বর **ভোরের কাগজে** তসলিমা নাসরিনের একটি **বিবৃতি** প্রকাশিত হয়।

মানবজমিনের সাক্ষাৎকারটি ১৭ নভেম্বর কলকাতার ***সংবাদ প্রতিদিন*** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটি ছিল এ রকম :

**প্রশ্ন :** ঢাকায় আদালত আপনার নতুন বই ক–কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বইটি আর বিক্রি করতে দেয়া হবে না। এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

**উত্তর :** এর আগে বাংলাদেশ সরকার আমার আত্মজীবনীর দুটি খণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। *আমার মেয়েবেলা* আর *উতল হাওয়া*। ও দুটি বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মৌলবাদীদের প্ররোচনায়। এবারের ঘটনা অন্য রকম। এবার মৌলবাদী

নয়, দেশের প্রগতিশীল লেখক গোষ্ঠি বাকস্বাধীনতার বিপক্ষে দাড়িয়েছে। একজন লেখকের বই নিষিদ্ধ করার জন্য আদালতের আশ্রয় নিচ্ছে, লেখকের শাস্তি চাইছে, এমনকি ফাসিও চাইছে। ঠিক এভাবেই মৌলবাদীরা আমার কণ্ঠরোধ করার জন্য পথে নেমেছিল। বই নিষিদ্ধ করার জন্য মামলা করেছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তথাকথিত প্রগতিশীল পুরুষ আর ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য দেখি না। বিশেষ করে নারীর স্বাধীনতার প্রশ্ন যখন ওঠে। আমার মতের সঙ্গে অন্যের মতের পার্থক্য থাকতেও পারে। কিন্তু সবারই মত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত। এটাই গণতন্ত্রের শর্ত। মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে সমাজে নেই সেই সমাজের লেখক, বুদ্ধিজীবীরাই আন্দোলন করেন বাকস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশে ঘটেছে উল্টোটি। লেখকরা আজ নিজেদের ক্ষতিই সবচেয়ে করলেন। তারা কি মৌলবাদীদের হাতেই হাত মেলাচ্ছেন না? তারা খাল কেটে কুমির আনছেন, যে কুমির তাদের হাত থেকেও কলম কেড়ে নেবে। সাহিত্যের ইতিহাসে একটি কালিমাখা অধ্যায় তারা নিজেরাই রচনা করলেন।

**প্রশ্ন :** সৈয়দ শামসুল হকের মতো বিশিষ্ট কবি, বুদ্ধিজীবীও মনে করছেন আপনি যা করেছেন তা অন্যায়। আপনি কি বলবেন?

**উত্তর :** আমি যা করেছি, তা অন্যায় নয়। আমি আমার জীবন কাহিনী লিখেছি। আত্মজীবনী লেখা অন্যায় নাকি? আত্মজীবনীতে সত্য কথা যা ঘটেছে আমার জীবনে তা বলা কি অন্যায়? আমি অর্ধেক জীবন লিখছি না, লিখছি পুরো জীবন। এই পুরো জীবনে আমার অনেক ভুলত্রুটি আছে, অনেক কিছু নিয়ে অনেক অনুশোচনা আছে। আনন্দ আছে, বিষাদ আছে। মানুষের জীবনই তো এ রকম। আমি নিজেকে কোনো দেবী বানাতে চাইনি। আমি যা আমি তা। আমার আশপাশের মানুষগুলোর কথা, আমার কথা বলা হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক যদি মনে করেন আমি অন্যায় করেছি তবে তিনি লিখে তা প্রতিবাদ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আদালতে গেলেন বই নিষিদ্ধ করার জন্য। যাই হোক। সৈয়দ হক খুব ভালো করেই জানেন, আমি যা লিখেছি সত্যিই লিখেছি। কিন্তু **তিনি ভাবছেন, এতে তার দেবতা চরিত্রে দাগ পড়েছে। লেখক, বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই জনগণের সামনে এক ধরনের ভগবান হয়ে থাকতে পছন্দ করেন,** জনতার আড়াল হলেই তাদের অনেকেই যে কোনো সাধারণ খলপুরুষের মতো পুরুষ। অসহায় মেয়ে পেলে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়েন। ঈর্ষা, কুটিলতা, কামুকতা, চাতুরি, বদমায়েশি লেখক চরিত্রের আড়ালে ঢেকে ফেলতে চান। লেখালেখির জগতে এসে অনেক পুরুষ লেখকেরই দ্বিমুখী চরিত্র আমি জেনেছি। আমার আত্মজীবনীতে আমি সামান্যই তাদের কথা বলেছি। ভবিষ্যতেও বলবো। **একজন নারী হয়ে সমাজের খলপুরুষের অত্যাচার যেমন দেখতে হয়, একজন লেখিকা হয়েও পুরুষ লেখকদের অত্যাচার তেমনই দেখতে হয়।** সৈয়দ হক খুব ক্ষুব্ধ। বলছেন, আমার বইয়ে আমি যে কথা বলেছি তাতে তার সম্মানহানি হচ্ছে, পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষতি হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হলো, যে কাজে তাদের সম্মানহানি হবে এমন কাজ তারা করতে যান কেন?

**প্রশ্ন :** অনেকেই মনে করছেন, আপনি যা করছেন তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশ্বাসভঙ্গ, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে ভঙ্গ করার চেষ্টা। আপনি নিজে কি বলবেন এই অভিযোগের উত্তরে?

**উত্তর :** আমি কারও বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি। **কাউকে আমি কোনোদিন কথা দিইনি, আমার জীবন কাহিনী আমি লিখবো না** বা আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা করবো না। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। অভিজ্ঞতা কেবল দরজার বাইরেই ঘটে না, ভেতরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আমি আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, আমার ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, আমার লেখক জীবন, ডাক্তারি জীবন, সব কিছুর কথাই লিখেছি, গোপন বলে কিছু নেই এখানে। যাদের গোপন ব্যাপার আমি লিখেছি তারা কিন্তু আমাকে গোপনীয়তা ভাঙার দোষ দিচ্ছেন না। তারা বলছেন, আমি নাকি মিথ্যা কথা লিখেছি। তাদের এতো ভয় কেন নিজেদের কর্ম নিয়ে। তার মানে তারা ভালো করেই জানেন, গোপনে গোপনে তারা মন্দ কাজ করেন। **আমার যে সততা আর সাহসের প্রশংসা করা হতো সেই সততা আর সাহসের এখন নিন্দা করা হচ্ছে। কারণ তাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে। তারা সারাক্ষণই বদলোকের মুখোশ খোলার কথা বলছেন। কিন্তু নিজেদের মুখোশটি নিজেরা আড়াল করে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে আরাম করছেন।**

**প্রশ্ন :** অনেকেই এখন বলছেন, এমনকি যারা আগে আপনার শুভানুধ্যায়ী বলে পরিচিত ছিলেন তারাও এই বিষয়ে একমত যে, আপনি আপনার লেখক সত্তাকে ভুলে গিয়েছেন। এখন আপনি প্রাথমিকভাবে একজন পর্ণো লেখক হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন। আপনার উত্তর কি?

**উত্তর :** আমার লেখক সত্তা আমি মনে করি, আগের চেয়ে আরো গভীরতর, আরো জীবনমুখী, আরো উজ্জ্বল। আগেও আমাকে পর্ণো লেখক বলা হয়েছে, এখনো বলা হচ্ছে। এতে আমার কিছু যায় আসে না। **বড় বড় লেখক আজ আমাকে গালভরে পতিতা বলে ডাকছে।** এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কতোটা অন্ধকারে ডুবে আছে, ওই ডাকটিই তা নির্ধারণ করে। যে দুর্মুখ, দুশ্চরিত্র মনে করে নারীর কোনো অধিকার নেই যৌনতা নিয়ে কথা বলার, কেবল তাদেরই অধিকার আছে তারা পুরুষ বলে সেটি আমি মানিনি। মানিনি বলেই তাদের গা জ্বলে। নারীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সব রকমের স্বাধীনতার কথা আমি স্পষ্ট কণ্ঠে বলি। এ কারণে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাভোগীরা আমাকে চিরকালই গাল দেবে। সেই গালের দিকে আমার ফিরে তাকালে চলবে কেন?

**প্রশ্ন :** আপনার লেখার উদ্দেশ্য কি শুধুই এক ধরনের উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি করা যাতে আপনার বইয়ের বিক্রি বাড়ে?

**উত্তর :** আমার বই বিক্রি নিয়ে আমি চিন্তা করি না। বাংলাদেশ বা ইনডিয়ায় বই বিক্রির টাকা আমার জীবিকার উৎস নয়। যদি হতোও তবু বই বিক্রি আমার কাছে বড় কোনো বিষয় হতো না। হলে যা পাঠক খায়, অন্য দশটা লেখকের মতো সেসবই লিখতাম। আমি সব সময়ে যে কোনো বিষয়ে সত্য কথা বলে এসেছি। লোকে পছন্দ করুক না করুক। জীবনে এ কারণে অনেক অত্যাচার সয়েছি। সত্য কথা সবার পছন্দ নয় বলে আমার লেখা বন্ধ করতে এ যাবৎ অনেক কিছু হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ আমার মৃত্যু চেয়ে পথে নেমেছে, ফতোয়া দিয়েছে। ফাসির দাবি করেছে, সরকার মামলা করেছে, শেষ পর্যন্ত তো দেশ থেকেই বের করে দিল। আজও আমাকে নিজের প্রাণের দেশটিতে ফিরতে দেয়া হয় না। সত্যের মূল্য আমি আমার জীবন দিয়ে দিয়েছি। আমি সেই মানুষ। আমার সামনে বই বিক্রির মতো তুচ্ছ বিষয় তুলে নিজেদের সঙ্গে অনুগ্রহ করে প্রতারণা করবেন না। জীবনে এতোকিছুর পর আমি আমার সত্য বলা বন্ধ করে দেবো? আমি যে আদর্শে বিশ্বাস করি, যা সত্য বলে বিশ্বাস করি, যে বৈষম্যহীনতাকে বিশ্বাস করি তা আমি এখনো বলছি, যতোদিন বাচবো, বলে যাবো। আমার লেখার উদ্দেশ্য, লেখা মন দিয়ে পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন। আর যারা বোঝেন না উদ্দেশ্যটি কি তাদের আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা বলে মুখে ফেনা তুলে ফেললেও, শুয়ে খাইয়ে দিলেও কোনোদিন বুঝবেন না। যে বোঝার সে বোঝে। যে বুঝবে না বলে পণ করেছে, চোখ বন্ধ করে রাখার শপথ করেছে তাকে আমার বোঝাবার দরকার নেই।

**প্রশ্ন :** আপনার কি মনে হয়, বিতর্ক আপনাকে কেন্দ্র করে অহেতুক তৈরি হলো? নাকি আপনি সব সময়ই বিতর্কে থাকতে চান?

**উত্তর :** কেউ বিতর্ক তৈরি করতে চাইলেই কি তৈরি করতে হবে। লেখালেখির শুরু থেকেই আমার লেখা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। এর কারণ আমার মত সমাজে বেশির ভাগ রক্ষণশীল মানুষের মতের সঙ্গে মেলে না। আমাদের সমাজ অত্যন্ত জঘন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজের সঙ্গে আপোস না করলে বিতর্ক হবে। আমার বই যদি বিক্রি না হয় তবে বলা হয় আমি লেখক হিসেবে ফুরিয়ে গেছি। আর বিক্রি হলে বলা হয়, ইচ্ছা করে নাকি উত্তেজক বিষয় নিয়ে লিখেছি যেন বই বিক্রি হয়। দোষ আমাকে যে করেই হোক দেয়া হয়। এসব সমালোচনার দিকে একজন লেখকের ফিরে তাকানো চলবে কেন? এসব মিথ্যা অপবাদ শুনে শুনে আমি অভ্যস্ত। এসব আমাকে ভাবায় না মোটেই।

**ওয়েব সাইটে** ইংরেজিতে লেখা তসলিমা নাসরিনের একটি বিবৃতির বাংলা অনুবাদ ১৯ নভেম্বর **ভোরের কাগজে** প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে – *ইসলামি মৌলবাদীদের চাপের মুখে দেশে আমার আত্মজীবনীর প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড নিষিদ্ধ হয়েছিল আর এর তৃতীয় খণ্ডটি সম্প্রতি নিষিদ্ধ হয়েছে দেশের বুদ্ধিজীবীদের চাপে। যারা আলোর দিশারি তাদেরই তো উচিত ছিল আমার পক্ষাবলম্বন করা। ভলতেয়ার বলেছিলেন, ইতিহাস তো অন্যায় আর দুর্বিপাকের সমাহার ছাড়া কিছুই নয়। আমি আমার বইতে সেই পরিস্থিতিরই বর্ণনা করতে চেয়েছি। অবাক লাগে*

*যারা আমার লেখায় সততা এবং সত্যবাদিতার জন্য অতীতে প্রশংসা করেছেন তারাই আজ একই কারণে নিন্দার ঝড় তুলেছেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব বন্ধু আমার চারপাশে ছিলেন জীবন কাহিনীতে তাদের কথাই লিখেছি। আমার বইটিতে তাদের রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবেই চিত্রিত করেছি, এ নিয়ে কেন আপত্তি তোলা হলো সে বিষয়ে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। যদি আমি অন্য কারো চরিত্রহানি করার চেষ্টা করে থাকি তাতে আমার নিজেরই চরিত্রহানি হয়েছে, তাদের নয়। নিজেকে ভালো মানুষ, ফেরেশতা কিংবা দেবী প্রমাণ করা আমার স্মৃতিকথার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য ছিল সাহিত্যিক জীবনে ঘটে যাওয়া সুন্দর, ততো-সুন্দর নয় এবং এর মধ্যবর্তী ঘটনাবলি বর্ণনা করা। বাংলাদেশে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, আমি আমার আত্মজীবনী 'ক'-তে চরিত্র হনন করে অপরাধ করেছি, দেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে অশ্লীল কথাবার্তা লিখেছি। কিছু সাংবাদিক নিজ দায়িত্বে এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে, ফলে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক তাদের বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, বইয়ের কাটতি বাড়ানোর জন্য আমি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মিথ্যাচার করেছি। এটা খুবই হতাশাজনক যে, গুজবে কান দিয়ে অনেকেই আমার ওপর রেগে গেছেন, বইটি না পড়ে বা না বুঝেই আমাকে আঘাত করেছেন। সকলেই জানেন, এখনো আমার মাথার ওপর ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের দেয়া ফতোয়া খাড়ার মতো ঝুলছে। কিন্তু এটা খুবই মর্মান্তিক যে, বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলে দাবি করেন এমন বুদ্ধিজীবীও ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের মতোই আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।* ***বাংলাদেশে বরাবরই পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা মহিলাদের পক্ষে লজ্জাজনক ছিল। অথচ পুরুষরা একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে গর্বের বিষয় বলে মনে করতো। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক এই হট্টগোলে বোঝা গেল, বিয়ে- বহির্ভূত সম্পর্ক প্রকাশিত হয়ে পড়াটা পুরুষদের পক্ষেও লজ্জাজনক। একে একটি প্রশংসনীয় ইতিবাচক অগ্রগতি বলেই আমি মনে করি।***

নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক **সাপ্তাহিক ঠিকানা** তসলিমা নাসরিনের যে সাক্ষাৎকারটি নেয় সেটি ২০ নভেম্বর *দৈনিক যুগান্তর*, দিনকাল, ইনকিলাব ও *আজকের কাগজে* প্রকাশিত হয়। বস্টনে টাফট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ঠিকানা-র ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিনিধি **হারুন চৌধুরী** । সাক্ষাৎকারটি হচ্ছে –

**প্রশ্ন :** হঠাৎ করে আপনি দেশের বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের জড়িয়ে এমন বই লিখলেন কেন?

**উত্তর :** আমি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের জড়িয়ে কোনো কিছু লিখিনি। আমি আমার আত্মজীবনী লিখেছি। প্রথম পার্টটা ছিল আমার শৈশব নিয়ে। দ্বিতীয় পার্টটা হচ্ছে আমার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন। তার পরের চ্যাপটার হচ্ছে যখন আমি লেখালেখির জগতে আসি। লেখালেখির জগতে স্বাভাবিকভাবেই লেখকদের সঙ্গে আমার চলাফেরা হয়েছে। দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন তাদের আমি কি চোখে দেখেছি, তারা আমার সঙ্গে কি বিহ্যাভ করেছে এগুলো স্বাভাবিকভাবেই আসে। আমি তো একা নই, একা আমার জীবন চলেনি। সঙ্গে তো লোক ছিল, মানুষ ছিল। তাই না? যারা আমাকে পছন্দ করেনি তারা ছিল, মৌলবাদীরা ছিল। মৌলবাদীরা বেশির ভাগ সময় জুড়েই ছিল। কারণ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধেই বেশির ভাগ আমাকে আন্দোলন করতে হয়েছে। সুতরাং আমার পক্ষের লোক, আমার বিপক্ষের লোক সবার সঙ্গে এর মধ্যেই তো আমি থেকেছি। সুতরাং তাদের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। এটা নয় যে, আমি ইনটেনশনালি এনেছি। যাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল তাদের কথাই উল্লেখ করেছি।

**প্রশ্ন :** ইতিহাস লিখতে গেলে কি সবারই নাম আসে?

**উত্তর :** ইতিহাসে তো আসবেই। আমি যেহেতু কোনো কিছু লুকোচ্ছি না। আমি জানি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আত্মজীবনী লিখেছেন ***অর্ধেক জীবন*** । তিনি অর্ধেকটা জীবন লিখেছেন। আমি লিখেছি পুরো জীবন।

**প্রশ্ন :** অনেকে মনে করেন, আপনি লাইমলাইটে আসার জন্যই ক বইটা লিখেছেন। মহিলারাও তাই মনে করেন?

**উত্তর :** শুনুন, আসলে ক বইটা তো আলাদা করে লিখিনি। এটা আমার আত্মজীবনীর একটা পয়েন্ট। আর লাইমলাইটে আমি বহুবার ছিলাম। আমার লাইমলাইটের আকাঙ্ক্ষা নেই। কথা হচ্ছে কি, ব্লেইম আমাকে যেভাবেই হোক দেয়া হয়। এখন আমার যদি বই না চলে, বলে ও লেখক হিসেবে ফুরিয়ে গেছে। তাই বই আমার চলে না। আর যদি বই চলে তবে বলা হয় যে, ও বাণিজ্যিক স্বার্থেই বইটা লিখেছে। একটা ব্লেইম দেবেই আমাকে। কিন্তু আমাকে তো সে কথা শুনলে চলবে না। আমাকে লিখে যেতে হবে।

**প্রশ্ন :** জনকণ্ঠ পত্রিকায় ক নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলে লেখা হয়েছে যে, আপনি নিজে বা কারো প্ররোচনায় এই বইটি লিখেছেন। এ কথা কি সত্যি?

**উত্তর :** আমি কারো প্ররোচনায় লিখিনি। আমি আমার হৃদয়ের প্ররোচনায় লিখি। আমার হৃদয় যেটা বলে সেটা লিখি। আমার হৃদয় যদি না বলে আমি লিখতে পারি না।

**প্রশ্ন :** আপনাকে নিয়ে যারা এতোদিন ভেবেছে, যারা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাদের বিরুদ্ধে ক বই লিখে আপনি তাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। আপনার কি মনে হয়?

**উত্তর :** আমার আদর্শের কথা আমি বলে যাবো। সত্যি কথা আমি বলে যাবো। আমি বই লিখি আমার জীবনে যা ঘটেছে, যা অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি সে নিয়ে। আর অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, যে মানুষগুলো আসলে বাকস্বাধীনতার পক্ষে থাকবে, মুক্ত চিন্তার পক্ষে থাকবে, তারাও আজকে ফান্ডামেন্টালিস্টদের মতো আচরণ করছে। তারা আমার বই পুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা আমার বই বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। তারা *ল* স্যুট করছে, সেগুলো হচ্ছে বাকস্বাধীনতার বিরুদ্ধে।

**প্রশ্ন :** তাহলে তাদের প্রতি আপনার উপদেশ কি?

**উত্তর :** তারা জবাব দিতে পারতো। তসলিমা নাসরিন ভুল করেছে। মিথ্যা লিখেছে। এই করেছে, সেই করেছে। বই লিখতে পারতো বা আর্টিকেল লিখতে পারতো। কিন্তু তারা কি করে কোর্টে যায়?

**প্রশ্ন :** কোর্টে গেলে তাদের অপরাধ কোথায়?

**উত্তর : কোর্টে যাওয়া মানেই হচ্ছে বাকস্বাধীনতার বিরুদ্ধে যাওয়া।**

**প্রশ্ন :** যারা এতোদিন আপনার পক্ষ অবলম্বন করেছে, আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে, সে পথ আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনার কি তাই মনে হয়?

**উত্তর :** আমার লেখা তাদের কারোরই বিরুদ্ধে নয়। আমি আমার নিজস্ব কথা লিখেছি। তারা কেন এটা বুঝতে চেষ্টা করে না।

**প্রশ্ন :** আপনার বিরুদ্ধে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক ১০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছেন। এখন আপনি তার উত্তর কি দেবেন?

**উত্তর :** একে তো আমাকে দেশে যেতে দেয় না। নাম্বার ওয়ান। তারপর হচ্ছে আমি ফেস করতে পারছি না। আমার পাসপোর্ট রিনিউ করে না। আমাকে অন্য পাসপোর্টে ভিসা দেয় না। এখন যে কাউকে পাওয়ার অব এটর্নি দেবো সেটাও সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন :** কেন সম্ভব নয়। তারইবা কারণ কি?

**উত্তর :** কারণ আমার *নির্বাচিত কলামের* জন্য গোপালগঞ্জের একটি কোর্ট আমাকে এক বছরের জন্য জেল দিয়েছে। সুতরাং আমি কনভিকটেড। আর বাংলাদেশ এম্বাসিতে ল-ইয়ার নিযুক্ত করতে যে পাওয়ার অব এটর্নি লাগে সেটাও তারা করে না।

**প্রশ্ন :** তাহলে আপনাকে ডিফেন্ড করার কেউ নেই?

**উত্তর :** কি করে একজন ল-ইয়ার আমার পক্ষে ডিফেন্ড করবে। এসব জেনেই তারা আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

**প্রশ্ন :** আপনি মহিলাদের মানে নারী মুক্তির জন্য বই লেখেন, সংগ্রাম করছেন। কিছু কিছু মহিলার আপনার বিরোধিতা করার কারণ কি?

**উত্তর :** কিছু কিছু মহিলার আমার বিরোধিতা করার কারণ, তারা স্বামীকে ভয় পায়। তালাকের ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলে না। স্বামীর পদতলে বেহেশত এটাই তারা মনে করে। আর যারা স্বাবলম্বী তারাই আমাকে সাপোর্ট করে।

**প্রশ্ন :** ক বইটি আদালতের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

**উত্তর :** আই অ্যাম সকড। কারো চাপের মুখে আদালত কোনো লেখকের বই বাজেয়াপ্ত করতে পারে না। তবে আপনারা আমার কথা শোনার জন্য ওয়াশিংটন ডিসি থেকে এসেছেন, সেজন্য খুবই ভালো লাগছে। আমার দুঃখ কিছুটা লাঘব হয়েছে।

**প্রশ্ন :** অধিকাংশ নারীই আপনার বিপক্ষে কেন?

**উত্তর :** আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাবলম্বী নয়। স্বামীর ভয়ে বা তালাকের ভয়ে তারা চুপ থাকেন।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের প্রতি নাড়ির টান রয়েছে আপনার কথায়, লেখা ও সাহিত্যে। আপনি কি মনে করেন একদিন দেশে যাবেন?

**উত্তর :** সেই স্বপ্ন নিয়েই তো আছি আমি।

**স্বপ্নগুলো এখনও সতেজ**

ক–তে কিছু ব্যক্তির লাফাঙ্গা মানসিকতা, বিকৃত কামুকতা, যৌন আদিখ্যেতা, অসংযত যৌনাচারের ঘটনার পাশাপাশি বইয়ের রচয়িতার নিজের জৈবিক আকাঙ্ক্ষা এবং যৌন জীবনের খোলামেলা বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া পাঠক জানবেন, ময়মনসিংহ শহরের একটি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ডাক্তারি পাস করে বাবার কড়া শাসন ও সমাজের নানান ঘাত–সংঘাতের মাঝে কেমন করে পরিণত হয়েছেন আজকের তসলিমা নাসরিনে। এই আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথায় তসলিমা নাসরিন দেশের কথিত খ্যাতিমানদের চারিত্রিক দুর্বলতাকে নগ্নভাবে উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বেআব্রু করেছেন। আমাদের দেশে এ ধরনের কারো স্মৃতিচারণমূলক রচনা এর আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি। ভিনদেশি অনেক লেখকের এ ধরনের আত্মজীবনীমূলক লেখালেখির সঙ্গে আমাদের অনেকের পরিচয় থাকলেও এ দেশে কেউ এতোটা সাহস দেখাবে সেটা এখনো অনেকের পক্ষে হজম করা কষ্টকর। তার ওপর একজন নারীর রচনা হওয়ায় তা হজম করা আরো কষ্টকর। এর মুখ্য কারণ হলো এ দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট। এ জন্যে আমাদের অনেকেই বইটির প্রসঙ্গ উঠতেই ছিঃ ছিঃ করে উঠছেন। এই দলে কি সৈয়দ শামসুল হকের স্ত্রী **আনোয়ারা সৈয়দ হক** আছেন? গত ১৩ নভেম্বর আজকের কাগজ পত্রিকায় তার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। *স্বপ্নগুলো এখনও সতেজ* শিরোনামে আনোয়ারা সৈয়দ হকের লেখা ওই কবিতাটি ছিল ১৩ লাইনের। কবিতাটি হলো –

*তখন সময়টা এমন ছিলো যখন বিশ্বাসের ভেতরে*
*স্থাপিত ছিলো বিশ্বাস এবং প্রেমের ভেতরে স্থাপিত ছিলো প্রেম, যখন রেলগাড়ি পার হয়ে যেতো ঝমঝম*
*এবং আকাশ প্লাবিত করে নেমে আসতো আলো*
*যখন ঘাসের 'পরে বসে থাকতো ফড়িং*
*এবং দুধেল জোছনায় বেভুল মানুষেরা চন্দ্রাহত হয়ে*
*বেড়াতো ঘুরে,*
*আমাদের চুমোগুলো ছিলো তখন চুমোর মতো*
*আর প্রেমগুলো ছিলো সবুজ চত্বরে সোনালী চাদর*
*ছায়ার ভেতরে ছায়াহীন আমরা বেড়াতাম ঘুরে*
*আমাদের হাতের মুদ্রায় নেচে যেতো পেখম তোলা ময়ূর।*
*দিনগুলো এখন গতায়ু*
*কিন্তু স্বপ্নগুলো এখনও সতেজ।*

অন্যদিকে এ বছর একটি পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসের নাম ***গুপ্ত জীবন, প্রকাশ্য মৃত্যু*** । এটি ক বের হবার মাস খানেক পর প্রকাশিত হওয়ায় এর প্রতি পাঠকের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক কি না সে বিষয়েই যে পাঠকের আগ্রহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, গত ১৭ নভেম্বর ভোরবেলা এমিরেটস–এর EK 583 ফ্লাইটে সৈয়দ শামসুল হক লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে তাকে বিদায় জানাতে তার কোনো আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব উপস্থিত ছিলেন না।

*২১ নভেম্বর ২০০৩*